২৯-০৮-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- এই রুহানী পড়া কখনো মিস্ করো না, এই পড়ার দ্বারাই তোমরা বিশ্বের বাদশাহী পাবে"

প্রশ্ন :- কোন্ নিশ্চয়তা সুদৃঢ় হলে এই পড়া কখনো মিস্ হবে না ?

উত্তর :- যদি এই নিশ্চয়তা আসে যে আমাদের স্বয়ং ভগবান শিক্ষক রূপে পড়াচ্ছেন । এই পড়ার দ্বারাই আমরা বিশ্বের বাদশাহীর আশীর্বাদী বর্সা পাবো আর উঁচু স্টেটাসও পাবো, বাবা আমাদের সাথে করে নিয়ে যাবেন - তাই কখনোই এই পড়া মিস্ কোরো না । নিশ্চয়তা না থাকার কারণে পড়াতে মন থাকে না, মিস্ করে দেয় ।

গীত :- আমাদের তীর্থ হলো অনুপম ....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা অতীতের সৎসঙ্গ এবং এখনকার সৎসঙ্গের অনুভাবী । অতীত অর্থাৎ এই সৎসঙ্গে আসার আগে বুদ্ধিতে কি ছিলো আর এখন বুদ্ধিতে কি আছে । এই রাত দিনের তফাত নজরে আসে । ওই সৎসঙ্গে মানুষ কেবল শুনেই থাকে । মনে কোনো আশা থাকে না । কেবল সৎসঙ্গে গিয়ে শাস্ত্রের দু কথা শুনতে হয় । এখানে তোমরা বাচ্চারা বসে আছো । বুদ্ধিতে আছে যে আমরা আত্মারা বাপদাদার সামনে বসে আছি, আর তাঁর থেকে স্বর্গের আশীর্বাদী বর্সা পাওয়ার জন্য জ্ঞান আর যোগ শিখছি । স্কুলে যেমন ছাত্ররা ভাবে যে আমরা ব্যারিস্টার বা ইঞ্জিনিয়ার হবো, কোনো না কোনো পরীক্ষায় পাশ করে এই পদ পাবো । এখানে এই খেয়াল আত্মাদের আসে যে আমরা এই পড়া পড়ে অমুক হবো । অন্য সৎসঙ্গে মানুষ জানে না যে কি প্রাপ্তি হবে ? সেখানে যদি কোনো আশাও থাকে তা অল্পকালের জন্য । তারা সাধু - সন্তদের বলে যে কৃপা করো, আশীর্বাদ করো । এই ভক্তি বা সৎসঙ্গ ইত্যাদি করে তোমরা এখানে এসে পৌঁছেছো । এখন আমরা বাবার সামনে বসে আছি । আত্মাদের একটাই আশা - বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নেওয়ার । ওইসব সৎসঙ্গে আশীর্বাদী বর্সা নেওয়ার কোনো কথা থাকে না । স্কুল বা কলেজেও এই আশীর্বাদী বর্সা পাওয়ার কোনো কথা থাকে না । ওখানে লৌকিক পড়া পড়ানোর জন্য শিক্ষক থাকে । এখন তোমরা বাচ্চারা আশীর্বাদী বর্সার আশায় বাবার কাছে বসেছো । বরাবরের জন্য বাবা পরমধাম থেকে এসেছেন । তিনি এসেছেন আমাদের আবার সর্বদার জন্য সুখের স্বরাজ্য দিতে । এ তো অবশ্যই বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকে, তাই না ? তবুও তারা ভাবে যে বাবার সামনে গেলে খুব সুন্দর জ্ঞানের বাণ লাগবে কারণ বাবা হলেন সর্বশক্তিমান । বাচ্চারাও জ্ঞান বাণ মারতে শেখে কিন্তু পুরুষার্থের ক্রমানুসারে । এখানে তোমরা ডাইরেক্ট শুনতে পাও । তোমরা বুঝতে পারো যে, বাবা আমাদের বোঝাচ্ছেন, আর কোনো সৎসঙ্গে বা কলেজে এমনভাবে বোঝানো হয় না । আমরা বেহদের বাবার থেকে বেহদের আশীর্বাদী বর্সা নিচ্ছি । আমরা এই সৃষ্টিচক্রকেও জেনে গেছি । দুনিয়ার সৎসঙ্গে তো তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে গিয়ে থাকো । এখানে হলো একবারের কথা । ভক্তিমার্গে তোমরা যা কিছু করতে তা এখন সম্পূর্ণ হয় । সেখানে কোনো সার থাকে না । তবুও অল্পকালের জন্য মানুষ কত মাথা খুঁটতে থাকে । তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই কথা থাকে যে বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন । তোমাদের স্মরণে বাবাই আসবে আর আসবে হারানো রাজধানী ।

এখন আমরা যত পুরুষার্থ করবো, বাবাকে স্মরণ করবো, জ্ঞানের ধারণা করবো এবং অন্যকে ধারণ করাতে পারবো, তত উঁচু পদ পেতে পারব । এ কথা তো প্রত্যেকেরই বুদ্ধিতে আছে, তাই না ? বাবা এই প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা বুঝিয়ে বলেন, এনাকে দাদাও বলা হয় । শিববাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের পড়াচ্ছেন । তোমরা জানো যে, প্রথমে এই বিষয় আমাদের বুদ্ধিতে ছিলো না । আমরাও অনেক সৎসঙ্গ ইত্যাদি করতাম । কিন্তু এই খেয়ালই ছিলো না যে, পরমপিতা পরমাত্মা,কবে এসে ব্রহ্মার দ্বারা পড়ান । এখন বাবার চলে যাওয়ার সময় হয়েছে । নতুন দুনিয়া স্বর্গের স্বরাজ্য আবার স্মরণে আসছে । তাই তোমাদের মনে খুশী থাকে । বেহদের বাবা, যাকে ভগবান বলা হয়, তিনি আমাদের পড়াচ্ছেন । বাবা তো অবশ্যই পতিত - পাবন, আবার তিনি শিক্ষক রূপে আমাদের বসে পড়ান । তোমরা বাচ্চারা ছাড়া এই দুনিয়াতে আর কেউই এই খেয়ালে বসে নি । তোমরা বেহদের বাবার স্মরণে বসেছো । অন্তরে তোমরা বুঝতে পারো, আমরা আত্মারা ৮৪ জন্মের পার্ট সম্পূর্ণ করে ঘরে ফিরে যাই । আবার বাবা আমাদের স্বর্গে যাবার জন্য রাজযোগের শিক্ষা দেন । বাচ্চারা জানে, আমাদের এই রাজযোগের শিক্ষা দিয়ে স্বর্গের মহারাজা, মহারাণী বানানো এক বাবা ছাড়া কেউই হতে পারে না, এ অসম্ভব । বাবা একবারই এসে আমাদের পড়ান, স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য । তোমাদের বুদ্ধিতে থাকে যে আমরা বাচ্চারা বাবার দ্বারা বেহদের সৃষ্টির স্বরাজ্য নেওয়ার জন্য পড়া পড়ছি । আমরা আমাদের এম - অবজেক্টের শক্তিতেই পড়ছি । এখন মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা কোথায় বসে আছি । মানুষের খেয়াল তো কোথায় না কোথায় চলতেই থাকে । পড়ার সময় পড়া আর খেলার সময় খেলা ।

তোমরা জানো যে আমরা বেহদের বাবার সামনে বসে আছি । আগে তোমরা একথা জানতে না । কোনো মানুষই জানে না যে, ভগবান এসে রাজযোগ শেখান । এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ - জন্ম -জন্মান্তর আমরা ভক্তি করে এসেছি । এই জ্ঞান এক বাবা ছাড়া আর কেউই দিতে পারে না, যতক্ষণ না বাবা আসেন - বিশ্বের মালিকানার বর্সা কিভাবে পাওয়া যাবে । না কারোর বুদ্ধিতে এইকথা আসে । আমরা ভগবানের সন্তান, তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তাহলে সেই স্বর্গে আমরা কেন নেই । কেন আমরা নরকে দুঃখে আছি । 'হে ভগবান ...হে পতিত - পাবন' আমরা বলে থাকি, কিন্তু এইকথা বুদ্ধিতে আসে না যে আমরা দুঃখী কেন ? বাবা কি বাচ্চাদের কখনো দুঃখ দেন ! বাবা এই সৃষ্টির রচনা করেন বাচ্চাদের জন্য । দুঃখ দেওয়ার জন্য কি ? এ তো হতে পারে না । এখন তোমরা বাচ্চারা শ্রীমত অনুযায়ী চলছো । যে কোনো অফিস বা কাজ - কারবারেই থাকো না কেন, তোমাদের বুদ্ধিতে তো এইকথা আছে যে আমাদের পড়ান স্বয়ং ভগবান বাবা । আমাদের রোজ সকালে ক্লাসে যেতে হয় । ক্লাসে যারা যায় তাদেরই সব কথা স্মরণে আসে । বাকি যারা ক্লাসে আসে না তারা এই পড়া আর যিনি পড়ান তাঁকে কেমন করে বুঝতে পারবে । এ হলো নতুন কথা, যা কিনা তোমরাই জানো ।

বেহদের বাবা, যিনি নতুন দুনিয়া রচনা করেন, তিনি বসেই নতুন দুনিয়ার জন্য আমাদের জীবন হীরের মতন বানান । আর যখন থেকে মায়া প্রবেশ করে, আমরা কড়িতুল্য হতে শুরু করি । কলা কম হতে থাকে । মায়া এমনভাবে আমাদের গ্রাস করেছে যে আমরা কিছুই জানতে পারি নি । এখন বাবা এসে বাচ্চাদের অজ্ঞান নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তুলেছেন । ওই নিদ্রা নয়, তোমরা অজ্ঞান নিদ্রায় ঘুমিয়ে ছিলে । জ্ঞান তো জ্ঞানের সাগরই দেয় আর কেউ দিতে পারে না । এই জ্ঞান আমাদের এক প্রিয় বাবা, জ্ঞানের সাগর, পতিত - পাবনই দিতে পারেন । এখন বাচ্চারা জেনে গেছে, এই যুক্তিতেই

বাবা আমাদের পবিত্র বানাচ্ছেন । মানুষ ডাকতেও থাকে ....হে পতিত – পাবন বাবা এসো । কিন্তু বুঝতেই পারে না তিনি কি করে এসে পবিত্র বানাবেন, কেবল পতিত – পাবন বললেই তো পবিত্র হওয়া যাবে না ।

তোমরা জানো যে এইসময় সকলেই পতিত এবং ভ্রষ্টাচারী, যারা ভ্রষ্টাচারের মাধ্যমে জন্মায় । তারা কর্তব্যও তেমনই করবে । এইকথা বেহদের বাবা বসে বোঝান, তোমরা এখানে সামনে বসে শোনো, তাই তোমাদের বুদ্ধির যোগ বাবার সাথেই থাকে । তারপর আবার কুসঙ্গের দিকে যায়, অনেকের সঙ্গে মেলামেশা করো, এমন পরিবেশে থাকো যে সামনের যা পরিস্থিতি – অবস্থার তেমন বদল হয় । এখানে তো তিনি সামনে বসে আছেন । স্বয়ং জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মা বসে জ্ঞানের বাণ মারেন, তাই মধুবনের এতো মহিমা । এই গানও গাওয়া হয় – মধুবনে মুরলী বাজে । মুরলী তো অনেক স্থানেই বাজে । কিন্তু এখানে সামনে বসে বোঝানো হয়, আর বাচ্চাদের সাবধানও করা হয় যে বাচ্চারা সাবধান থাকো । কোনো উল্টোপাল্টা সঙ্গ কোরো না । লোকেরা তোমাদের উল্টোপাল্টা কথা শুনিয়ে ভয় পাইয়ে এই পড়া ছাড়িয়ে দেবে । সত্সঙ্গ তোমাদের উদ্ধার করে যেখানে কুসঙ্গ তোমাদের নামিয়ে দেয় । এখানে হলো সত্য বাবার সঙ্গ । তোমরা প্রতিজ্ঞাও করো যে আমরা একের কথাই শুনবো । একের নির্দেশই মানবো । তোমাদের সকলের বাবা, শিক্ষক এবং সদ্গুরু ওই একজনই । দুনিয়ার গুরুরা তো কেবল শাস্ত্রই শুনিয়ে থাকে । এ কোনো নতুন কথা নয় । না তারা বাবার পরিচয় দিতে পারে, না জ্ঞানের কথা জানে । তারা এটাও না ওটাও না করতে থাকে । আমরা রচয়িতা আর রচনাকে জানতাম না । যখন বাবা আসেন, তখনই বুঝিয়ে বলেন । এই কলিযুগের গুরুরাও নম্বর অনুযায়ী থাকে, অনেকের তো লাখ লাখ অনুসরণকারী আছে । তোমরা জানো
যে আমাদের সদ্গুরু একজনই । মৃত্যু ইত্যাদির কোনো কথাই নেই । শিববাবার তো কোনো শরীরই নেই । তিনি তো অশরীরী, অমর । তিনি আমাদের আত্মাকেও অমর কথা শুনিয়ে অমর বানাচ্ছেন । তিনি আমাদের অমরপুরীতে নিয়ে যান, তারপর সুখধামে পাঠিয়ে দেন । নির্বাণধাম হলো অমরপুরী । এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা আত্মারা এই শরীর ত্যাগ করে বাবার কাছে যাবো । তারপর যে যত পুরুষার্থ করেছে সেই অনুসারে পদ পাবে । ক্লাস ট্রান্সফার হয় । আমাদের পড়ার পদ এই মৃত্যুলোকে পাওয়া যায় না । এই মৃত্যুলোক আবার অমরলোক হয়ে যাবে । এখন তোমাদের স্মৃতিতে এসেছে, সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগ মিলিয়ে আমরা ২১ জন্ম রাজত্ব করেছিলাম, তারপর দ্বাপর আর কলিযুগে এসেছিলাম । এখন এ হলো আমাদের অন্তিম জন্ম । এরপর আমরা ঘরে ফিরে যাবো আর ভায়া মুক্তিধাম হয়ে সুখধামে আসবো । বাবা বাচ্চাদের কত রিফ্রেশ করে দেন । আত্মা বুঝতে পারে যে আমরা ৮৪ র চক্রতে আসি । পরমাত্মা বলেন, আমি এই চক্রে আসি না । আমার মধ্যে এই সৃষ্টিচক্রের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে । এই কথা তোমরা জানো যে পতিত – পাবন হলেন এই বেহদের বাবা । তাহলে তিনি তো এই বেহদকেই পবিত্র করবেন, তাই না । কোনো মানুষই এই বেহদের বাবা হতে পারে না । এই বেহদের বাবা একজনই ।

তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা হলাম ওখানকার অধিবাসী । ওখান থেকে এসে আমরা শরীরে প্রবেশ করি । প্রথম দিকে কারা এই অভিনয় করতে আসে, এ তোমরা বুঝতে পারো । আমরা আত্মারা নিরাকারী দুনিয়া থেকে আসি, অভিনয় করার জন্য । এই সময় তোমরা বাচ্চারা জ্ঞান প্রাপ্ত করেছো । কেমনভাবে নম্বর অনুযায়ী প্রত্যেক ধর্মের মানুষ নিজের সময় অনুযায়ী চলে আসে, একেই অবিনাশী নাটক বলা হয় । এ কারোর বুদ্ধিতেই নেই । আমরা হলাম বেহদের এই নাটকের অভিনেতা । না এই

বেহদের হিস্ট্রি – জিওগ্রাফিকে আমরা আগে জানতে পারি আর না নিজের জন্মকে জানতে পারি । বাবা পুরুষার্থ অনুসারে তোমাদের কত রিফ্রেশ করেন । কেউ কেউ খুব খুশীতে থাকে । বাবা আমাদের সত্য জ্ঞান শোনাচ্ছেন, আর কোনো মানুষই এই জ্ঞান দিতে পারে না, তাই একে অজ্ঞানের অন্ধকার বলা হয় । এখন তোমরা জানো, আমরা এই অজ্ঞানের অন্ধকারে কেমন করে এলাম । আবার জ্ঞানের আলোয় কিভাবে যেতে হবে । এও মানুষ নম্বর অনুযায়ী বুঝতে পারে । ঘোর অন্ধকার আর আলোর প্রকাশ কাকে বলা হয় -- এই অক্ষরও বেহদের সঙ্গে যুক্ত । অর্ধেক কল্প রাত আর অর্ধেক কল্প হলো দিন । অথবা ভাবো সকাল আর সন্ধ্যা .....এ হলো বেহদের কথা । বাবা এসে সমস্ত শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে বলেন । মানুষ যে দান – পুণ্য করে বা শাস্ত্রপাঠ করে তাতে অল্পকালের সুখের প্রাপ্তি মেলে । বাবা বলেন, এর দ্বারা আমাকে পাওয়া যায় না,যাতে আমি তাদের বিশ্বের মালিক বানাতে পারি । এও জানো যে সবাই বিশ্বের মালিক হতে পারবে না । তারাই মালিক হতে পারবে যাদের বাবা পড়ান । তারাই এখন রাজযোগ শিখছে । সারা দুনিয়া তো রাজযোগ শেখে না । কোটির মধ্যে কয়েকজনই এই পড়া পড়ে । কেউ কেউ তো ৫ – ৬ বছর বা ১০ বছরও রাজযোগ শেখে, তারপরও পড়া ছেড়ে দেয় । বাবা বলেন, মায়া খুবই প্রবল, একেবারে অবুঝ বানিয়ে দেয় । বাবার থেকে বিচ্ছেদ পর্যন্ত করিয়ে দেয় । এই কথা বলে না ? ....আশ্চর্য হয়ে বাবার হয়ে যায় .....কথা শোনে .....আবার ছেড়েও দেয় ।

বাবা বলেন, ওদেরও দোষ নয় । এই মায়া জীবনে ঝড় নিয়ে আসে । এমন সজনী যাদের বাবা সাজিয়ে স্বর্গের মহারাণী বানাতে থাকেন, তারাও ছেড়ে দেয় । তবুও বাবা বলেন, যাঁর সাথে তোমরা বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছো, তাঁকে স্মরণ তো করতেই হবে । এই স্মরণ কিন্তু হঠাৎ করে স্থায়ী হবে না । অর্ধেক কল্প তোমরা নাম আর রূপে আকৃষ্ট হয়ে এসেছো । এখন নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করা, এ বড় মুশকিল । সত্যযুগে তোমরা আত্ম – অভিমানী থাকো, কিন্তু পরমাত্মাকে জানতে পারো না । পরমাত্মাকে কেবল একবারই জানা যায় । এখানে তোমরা অর্ধেক কল্প দেহ অভিমানী থাকো । এও তোমরা বুঝতে পারো না যে – আত্মাদের এই শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে অভিনয় করতে হয় , তাহলে কান্নার কোনো দরকার নেই । যখন বাবার কাছে সুখধামের সম্পূর্ণ আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া যাচ্ছে তখন তাতে সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দেওয়া উচিত । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এক বাবার নির্দেশেই চলতে হবে, বাবার কথাই শুনতে হবে । মানুষের উল্টো কথা শুনে তার প্রভাবে আসা উচিত নয় । উল্টো সঙ্গ করাও উচিত নয় ।

২) এই পড়া আর শিক্ষককে সদা স্মরণ রাখতে হবে । সকাল সকাল ক্লাসে অবশ্যই আসতে হবে ।

বরদান :- জ্ঞানযুক্ত ভাবনা আর স্নেহ সম্পন্ন যোগের দ্বারা উড়তি কলার অনুভব করে বাবার সমান হও ।

যারা জ্ঞান স্বরূপ যোগী আত্মা, তাঁরা সদা সর্বশক্তির অনুভূতি করে বিজয়ী হতে পারে । যাঁরা স্নেহী আর ভাবনা স্বরূপ, তাঁদের মন এবং মুখে সর্বদাই বাবার নাম, তাই যত ভাবনা ততই জ্ঞান স্বরূপ হও । জ্ঞানযুক্ত ভাবনা আর স্নেহ সম্পন্ন যোগ – এই দুইয়ের ব্যালেন্স উড়তি কলার অনুভব করিয়ে বাবার সমান বানিয়ে দেয় ।

স্লোগান :- সদা স্নেহী আর সহযোগী হতে হলে সরলতা আর সহনশীলতার গুণ ধারণ করো ।